হিন্দু উত্তরাধিকার আইন ১৯৫৬

ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে দুই ধরনের উত্তরাধিকার পদ্ধতি আছে (১) মিতাক্ষরা পদ্ধতি ও (২) দায়ভাগ পদ্ধতি। পশ্চিমবঙ্গে দায়ভাগ পদ্ধতি রয়েছে।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইন **১৯৫৬** -- **১৭.০৬.১৯৫৬** তারিখ থেকে চালু হয়।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ৩ নং ধারায় আমরা এই আইনে ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের ধারণা পাই।

(ক) অ্যাগনেট : যদি দুজন ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে পুং পূর্বপুরুষ দ্বারা রক্তের সূত্রে অথবা দত্তকসূত্রে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হন, তাহলে তাঁরা একে অন্যের অ্যাগনেট বলে চিহ্নিত হবেন।

(খ) কগনেট: যদি দুজন ব্যক্তি রক্তের সূত্রে বা দত্তকসূত্রে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হন, কিন্তু ওই রক্তের সূত্র বা দত্তক সূত্র যদি সম্পূর্ণভাবে পুং পূর্বপুরুষ দ্বারা না হয়ে থাকে, তাহলে তাঁরা একে অন্যের কগনেট বলে চিহ্নিত হবেন।

(গ) উত্তরাধিকারী: নারী পুরুষ নির্বিশেষে যে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো উইল না করে যাওয়া ব্যক্তির সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হিসাবে যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে থাকেন, তবে এই আইনে তিনি উত্তরাধিকারী বিবেচিত হবেন।

(ঘ) ইনটেসটেট: কোনো ব্যক্তি যদি তাঁর সম্পত্তির উইল না করে মারা যান তাহলে তিনি ইনটেসটেট অবস্থায় মারা গেছেন বলা হবে।

(ঙ) সম্পর্কিত: সম্পর্কিত বলতে আইন সঙ্গত ও সামাজিকভাবে বৈধ আত্মীয়তার সম্পর্ক বুঝতে হবে।

• হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে উইল না করে যাওয়া মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি কারা পাবেন তা নির্ধারণ করবার জন্য একটি তালিকা দেওয়া আছে। এই তালিকায় দুটি শ্রেণি বিভাগ আছে। প্রথমত: ক্লাস ওয়ান বা প্রথম শ্রেণি এবং অন্যটি ক্লাস টু বা দ্বিতীয় শ্রেণি। ক্লাস ওয়ান উত্তরাধিকারীরা স্বভাবতই অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকেন। তালিকা দুটি নিম্নে দেওয়া হল:-

উত্তরাধিকারীগণের তালিকা

• **ক্লাস ওয়ান বা প্রথম শ্রেণি**

১। পুত্র

২। কন্যা

৩। বিধবা স্ত্রী

৪। মাতা

৫। মৃত ব্যক্তির জীবৎকালে যে পুত্র মারা গেছেন, অর্থাৎ প্রি ডিসিজড পুত্রের পুত্র

৬। প্রি ডিসিজড পুত্রের কন্যা

৭। প্রি ডিসিজড পুত্রের বিধবা স্ত্রী

৮। মৃত ব্যক্তির জীবৎকালে যে কন্যা মারা গেছেন, অর্থাৎ প্রি ডিসিজড কন্যার পুত্র

৯। প্রি ডিসিজড কন্যার কন্যা

১০। প্রি ডিসিজড পুত্রের প্রি ডিজিসড পুত্রের পুত্র

১১। প্রি ডিসিজড পুত্রের প্রি ডিসিজড পুত্রের কন্যা

১২। প্রি ডিসিজড পুত্রের প্রি ডিসিজড পুত্রের বিধবা স্ত্রী

১৩। প্রি ডিসিজড কন্যার প্রি ডিসিজড কন্যার পুত্র

১৪। প্রি ডিসিজড কন্যার প্রি ডিসিজড কন্যার কন্যা

১৫। প্রি ডিসিজড কন্যার প্রি ডিসিজড পুত্রের কন্যা

১৬। প্রি ডিসিজড পুত্রের প্রি ডিসিজড কন্যার কন্যা

২০০৫

• ক্লাস টু বা দ্বিতীয় শ্রেণি

১। পিতা

২। (ক) পুত্রের কন্যার পুত্র

(খ) পুত্রের কন্যার কন্যা

(গ) ভ্রাতা

(ঘ) ভগিনী

৩। (ক) কন্যার পুত্রের পুত্র

(খ) কন্যার পুত্রের কন্যা

(গ) কন্যার কন্যার পুত্র

(ঘ) কন্যার কন্যার কন্যা

৪। (ক) ভ্রাতার পুত্র

(খ) ভগিনীর পুত্র

(গ) ভ্রাতার কন্যা

(ঘ) ভগিনীর কন্যা

৫। পিতার পিতা; পিতার মাতা

৬। পিতার বিধবা স্ত্রী [জন্মদাত্রী মা নয়] ভ্রাতার বিধবা স্ত্রী

৭। পিতার ভ্রাতা, পিতার ভগিনী

৮। মাতার পিতা; মাতার মাতা

৯। মাতার ভ্রাতা; মাতার ভগিনী

S S R K DIGITAL

• এই আইনের ৮নং ধারায় কোনো পুরুষ ইনটেসটেট অবস্থায় মারা গিয়ে থাকলে তাঁর সম্পত্তি তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কিভাবে বর্তাবে তা বলা আছে।

(ক) প্রথমত: মৃত ইনটেসটেট পুরুষের সম্পত্তি তাঁর ক্লাস ওয়ান আত্মীয়বর্গ পাবেন।

(খ) দ্বিতীয়ত: যদি ক্লাস ওয়ানভুক্ত কোনো আত্মীয় না থাকেন তখন ক্লাস টু ভুক্ত আত্মীয়বর্গ ওই সম্পত্তি পাবেন।

(গ) তৃতীয়ত: ওই মৃত ইনটেসটেট, পুরুষের যদি উপরের দুই শ্রেণিভুক্ত কোনোরকম আত্মীয় না থাকেন, তাহলে তাঁর অ্যাগনেটগণ ওই সম্পত্তি পাবেন।

(ঘ) শেষত: যদি ওই ব্যক্তির কোনো অ্যাগনেট না থেকে থাকে তবে তার কগনেটগণ ওই সম্পত্তি পাবেন।

• এই আইনের ৯নং ধারায় কে কোন ধারাবাহিকতায় এরকম সম্পত্তি পাবেন তা বলা আছে। এই রকম ক্ষেত্রে ক্লাস ওয়ানভুক্ত যত উত্তরাধিকারী আছেন তারা সবাই একসাথে ওই সম্পত্তির অধিকারী হবেন। **ক্লাস ওয়ানভুক্ত উত্তরাধিকারী থেকে থাকলে অন্য ধরনের উত্তরাধিকারীর কোনো প্রশ্নই উঠবে না।** যদি ক্লাস ওয়ানভুক্ত কেউ না থাকে একমাত্র তখনই ক্লাস টু ভুক্ত উত্তরাধিকারীর প্রশ্ন উঠবে। সেখানে তালিকায় যেভাবে সাজানো আছে সেইভাবে উত্তরাধিকারীরা গুরুত্ব পাবেন। অর্থাৎ ক্লাস টুতে প্রথমে যে আত্মীয়ের কথা বলা আছে তিনি দ্বিতীয় স্থানাধিকারী অপেক্ষা বেশি গুরুত্ব পাবেন। দ্বিতীয়স্থানে যাঁর কথা বলা আছে তিনি তৃতীয় স্থানাধিকারী অপেক্ষা বেশি গুরুত্ব পাবেন এবং এভাবে চলতে থাকবে।

• এই আইনের ১০ নং ধারায় একজন মৃত ইনটেসটেট ব্যক্তির সম্পত্তি ক্লাস ওয়ানভুক্ত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কিভাবে ভাগ বাঁটোয়ারা হবে তা বলা আছে।

১নং বিধি-ইনটেসটেট ব্যক্তির বিধবা ওই সম্পত্তির একটি শেয়ার বা বখরা পাবেন। যদি একাধিক বিধবা থাকেন তাহলে তাঁদের সবাইকে মিলিয়ে একটি শেয়ার ধরতে হবে।

২নং বিধি-ইনটেসটেট ব্যক্তির সকল জীবিত সন্তান অর্থাৎ পুত্র ও কন্যা এবং ওই ব্যক্তির মা প্রত্যেকে এক একটি শেয়ার পাবেন। অর্থাৎ পুত্র যা পাবেন কন্যাও তাই পাবেন এবং মাও তাই পাবেন।

SSRK DIGITAL

৩নং বিধি-প্রি ডিসিজড পুত্র এবং প্রি ডিসিজড কন্যা থাকলে ওই পুত্র ও কন্যার উত্তরাধিকারীরা সবাই মিলে একটি শেয়ার পাবেন। অর্থাৎ ওই পুত্রের প্রাপ্য শেয়ার তার উত্তরাধিকারীরা পাবেন এবং ওই কন্যার শেয়ার তার উত্তরাধিকারীরা পাবেন।

• এই আইনের ১১নং ধারায় ক্লাস টু উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কিভাবে মৃত ইনটেসটেট পুরুষের সম্পত্তি বণ্টন হবে তা বলা আছে। মনে রাখতে হবে যে, ক্লাস ওয়ান ভুক্ত কেউ না থাকলে তবেই ক্লাস টু ভুক্তের প্রশ্ন উঠবে। ক্লাস টু তালিকার ক্ষেত্রে প্রথম যে আত্মীয়ের কথা বলা আছে, তিনি জীবিত থাকলে তিনি একাই সমস্তটুকু পাবেন। তিনি জীবিত না থাকলে ঠিক পরবর্তীতে যাদের কথা বলা আছে শুধু তারাই সবাই মিলে সমানভাবে সম্পত্তি পাবেন। অর্থাৎ ক্লাস টু তালিকার মোট নয়খানি এন্ট্রির একটি মাত্র এন্ট্রি বিবেচিত হবে। অর্থাৎ ১১ নং ধারা অনুযায়ী মৃত ইনটেসটেট ব্যক্তির ক্লাস ওয়ান ভুক্ত কোনো আত্মীয় না থেকে থাকলে ক্লাস টু ভুক্ত আত্মীয়দের প্রশ্ন উঠবে। সেক্ষেত্রে প্রথম এন্ট্রিতে যাঁর নাম আছে অর্থাৎ মৃতের পিতা সমস্ত সম্পত্তি পাবেন। পিতা যদি না থাকেন তখন দ্বিতীয় এন্ট্রিতে যাঁদের কথা আছে তাঁরা পাবেন। এরা যদি কেউ না থাকেন তবে ৩নং এন্ট্রিতে যাঁদের কথা বলা আছে তাঁরা পাবেন। এইভাবেই অন্যগুলি ধাপে ধাপে বিবেচিত হবে।

• এই আইনের ১৫ নং ধারায় একজন ইনটেসটেট হিন্দু মহিলার সম্পত্তি কিভাবে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ বন্টন হবে তা বলা আছে।

(খ) প্রথমত: ওই হিন্দু মহিলার পুত্রগণ এবং কন্যাগণ (এর সাথে প্রি ডিসিজড পুত্র, কন্যা থাকলে তার/তাদের সন্তানগণ) এবং ওই মহিলার স্বামী

(গ) দ্বিতীয়ত: স্বামীর উত্তরাধিকারীগণ

(ঘ) তৃতীয়ত: ওই হিন্দু মহিলার মাতা এবং পিতা

(ঘ) চতুর্থত: হিন্দু মহিলাটির পিতার উত্তরাধিকারীগণ

(ঙ) শেষতঃ তাঁর মায়ের উত্তরাধিকারীগণ

• ১৬নং ধারায় উপরোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কারা কিভাবে বিবেচিত হবেন তার বিধিগুলি আছে।

১নং বিধিতে এই যে ক-ঙ পর্যন্ত উত্তরাধিকারীদের তালিকা দেওয়া আছে তার মধ্যে প্রথমটি সবচাইতে বেশি গুরুত্ব পাবে। এই 'ক' তালিকাভুক্ত একজনও ব্যক্তি যদি না থাকে তাহলে ক্রমে ক্রমে পরবর্তী তালিকাগুলি বিবেচিত হবে। যে তালিকা হতে উত্তরাধিকারী মিলবে একমাত্র সেই তালিকাটিই বিবেচিত হবে। অর্থাৎ একসাথে একাধিক তালিকা বিবেচনা করা যাবে না। আলোচনার আওতায় যে তালিকাটি আসবে সেই তালিকাভুক্ত সকলেই উত্তরাধিকারী বিবেচিত হবেন।

S S R K DIGITAL

২নং বিধিতে ইনটেসটেট মহিলার প্রি ডিসিজড সন্তানের সন্তানবর্গ কি হারে সম্পত্তি পাবেন তা বলা আছে। ওই মহিলার প্রত্যেক জীবিত সন্তান যতটা করে শেয়ার পাবেন প্রত্যেক পি সিজড সন্তানের সন্তানবর্গ সেই পরিমাণ শেয়ার সকলে মিলে পাবেন

এই আইনের ১৫নং ধারার ২নং উপধারায় বলা আছে, যদি ওই ইনটেসটেট হিন্দু মহিলার কোনো সম্পত্তি তাঁর পিতা কিংবা মাতার দিক হতে এসে থাকে তাহলে তাঁর পুত্র-কন্যা (এবং প্রি ডিসিজড পুত্র-কন্যা থাকলে তার/তাদের সন্তানবর্গ) না থাকলে, সেই সম্পত্তি ওই মহিলার পিতার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বর্তাবে।

এই উপধারায় আরো বলা আছে যদি ওই মহিলার সম্পত্তি তাঁর স্বামী অথবা শ্বশুরমশায়ের দিক থেকে এসে থাকলে তাহলে ওই মহিলার পুত্র-কন্যা (এবং প্রি ডিসিজড পুত্র-কন্যা থাকলে তার/তাদের সন্তানবর্গ) না থাকলে সেই সম্পত্তি স্বামীর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বর্তাবে।

• এই আইনের ২৩নং ধারাতে বসতবাড়ি সম্পর্কে বিশদ ব্যবস্থা আছে। যদি কোনো হিন্দু ইনটেসটেট ক্লাস ওয়ান তালিকাভুক্ত পুরুষ ও মহিলা-দুই ধরনেরই উত্তরাধিকারী রেখে যান, তখন তার সম্পত্তির মধ্যে কোনো বসতবাড়ি থেকে থাকলে, এবং সেই বসত বাড়ি যদি সেই হিন্দু পুরুষ বা মহিলা ইনটেসটেটের পরিবারের সদস্যরা সম্পূর্ণভাবে দখল করে থাকেন তখন পুরুষ উত্তরাধিকারীগণ তাদের নিজ নিজ অংশ ভাগাভাগি করতে না চাওয়া পর্যন্ত কোনো মহিলা উত্তরাধিকারী ওই বসতবাড়ি ভাগ করার দাবী তুলতে পারবেন না। কিন্তু ওই মহিলা উত্তরাধিকারী সেই বসতবাড়িতে বসবাস করবার অধিকার পাবেন।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যদি ওই মহিলা উত্তরাধিকারী ইনটেসটেট ব্যক্তির কন্যা হন তাহলে তিনি অবিবাহিত হলে, স্বামী পরিত্যক্ত হলে, বিবাহ বিচ্ছিন্ন হলে অথবা বিধবা হলে তবেই একমাত্র বসবাসের অধিকার পাবেন।

• এই আইনের ২৯নং ধারায় বলা আছে যে, কোনো ইনটেসটেট ব্যক্তির যদি এই আইন অনুযায়ী (ক্লাস ওয়ান অথবা ক্লাস টু) কোনো রকম উত্তরাধিকারী খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে সেই সম্পত্তি সরকারে বর্তাবে। ওই সম্পত্তির দায়দায়িত্ব সরকার বহন করবেন।

• হিন্দু উত্তরাধিকারী আইন, ১৯৫৬এর তৃতীয় অধ্যায়ে ৩০নং ধারায় বলা আছে যে কোনো হিন্দু, পুরুষ বা মহিলা, উইল দ্বারা তাঁর সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করতে পারবেন এবং ওই উইল ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ [১৯২৫এর ৩৯নং আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

একই সঙ্গে দুজন ব্যক্তি মারা গেলে, উত্তরাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধরতে হবে বয়স্ক ব্যক্তি আগে মারা গেছে।

পূর্বপুরুষকে খুনের বা খুন করার ষড়যন্ত্রের (abetment)এর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হলে, উত্তরাধিকারী(রা)সম্পত্তি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে।

কেউ ধর্মান্তরিত হলে সে সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে।

===============